প্রথম আলো

তারিখ ... 1 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনিশ্চয়তায় দুই হাজার কর্মচারী নিয়োগ

মোশতাক আহমেদ ●

কর্তৃত্ব নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির মধ্যে ঠান্ডা লড়াই

প্রায় দুই হাজার কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছে। প্রকাশ্যে দুই পক্ষ কিছু না বললেও নিয়োগে 'কর্তৃত্ব' নিয়ে এই বিরোধ চলছে।

'অনিয়মের' অভিযোগ ওঠায় তদন্ত কমিটি গঠন করে নিয়োগের কার্যক্রম স্থগিত করেছে মন্ত্রণালয়। সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও চার সপ্তাহ পরও তা দেওয়া হয়নি।

মাউশির কর্মকর্তাদের অভিযোগ, বর্তমান সরকারের বাকি মেয়াদে এই নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাঁরা বলছেন, তদন্তে যদি অনিয়ম প্রমাণিত হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হোক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনবলের অভাবে সমস্যা হচ্ছে বলেও জানান তাঁরা।

মন্ত্রণালয় বলছে, যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, তাই তদন্ত না করে নিয়োগ দিতে গেলে প্রশ্ন উঠবে। সরকারের শেষ সময়ে এর বদনাম নিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির সূত্রমতে, মাউশি এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শূন্যপদে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এক হাজার ৯৬৫ জন কর্মচারী নিয়োগের উদ্যোগ শুরু হয় বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু নানা কারণে এই নিয়োগ পেছাতে থাকে। চলতি বছরের শুরুতে মাউশির বর্তমান মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার এই উদ্যোগ শুরু হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন পদে ৯১৮ জন এবং এমএলএসএস ও দুইপার (চতুর্থ শ্রেণী) পদে এক হাজার ৪৮ জন নিয়োগ করার কথা।

গত ১৪ জুন তৃতীয় শ্রেণীর ও ২১ জুন চতুর্থ শ্রেণীর পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে অভিযোগ তোলা হয়, নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কয়েকজন নেতা বাণিজ্য করছেন। কিন্তু সমিতির নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ অস্বীকার করেন।

অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য গত ৪ জুলাই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল খান চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে মন্ত্রণালয়। কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গত সোমবার পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন দিতে পারেনি কমিটি।

জানতে চাইলে ইকবাল খান চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, কাজ চলছে, তবে প্রতিবেদন দিতে আরেকটু সময় লাগবে। কারণ, কমিটির একজন সদস্য বিদেশে ছিলেন।

মাউশি সূত্র জানায়, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে মূল দায়িত্ব রয়েছে। তিনি নিজে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি। সরকারঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁর ওপর অনেকে চাপ দিতে পারছেন না।' এর প্রভাব পড়ছে নিয়োগ কার্যক্রমের ওপর।

তবে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কোনো সমস্যা নেই। একটি অভিযোগ উঠেছে, এ জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিয়োগ কার্যক্রম নিয়ে কোনো অন্যায়-অনিয়ম হয়নি। তা ছাড়া কাজটি যে অবস্থায় আছে, তাতে অনিয়ম করার সুযোগও নেই। আশা করি, তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং আবার নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা যাবে।'